হুমকির মুখে শিক্ষকতা পেশা, ক্লাস নিচ্ছে এআই শিক্ষক

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৭:০৭, ১ জুন ২০২৪

ভারতের আসামে 'আইরিস' নামের এক এআই শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্পন্ন হয়েছে

টেকনোলোজির এই যুগে মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স বা সংক্ষেপে এআই। বাংলায় যার অর্থ করলে দাঁড়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বর্তমানে প্রায় সব পেশার মানুষই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই অভাবনীয় উন্নতি নিয়ে চিন্তিত। বিশেষ করে এরই মাঝে অনেক চাকুরীক্ষেত্রের কর্মজীবিরাই তাঁদের চাকরী হারানোর ভয়ে চিন্তিত।

সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে সংবাদপাঠিকা হিসেবে এআই এর ব্যবহার থেকে শুরু করে এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর ব্যবহার গান, চলচ্চিত্রসহ আরও অনেক স্থানে দেখা যাচ্ছে।

তবে ভারতের আসামে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের বিষয়টি শিক্ষকতা পেশার ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

জানা গেছে, ভারতের আসামে 'আইরিস' নামের এক এআই শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাঠদান সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হতবাক হলেও এআই

শিক্ষকের পাঠদানের ক্ষমতায় শিক্ষার্থীরাও ব্যাপারটি উপভোগ করেছে।

শিশুরা, যারা এআই শিক্ষকের প্রতি বিস্মিত ছিল, তারা হ্যান্ডশেকের মতো অঙ্গভঙ্গি করার জন্য রোবটের ক্ষমতাও উপভোগ করেছিল, যা শেখার প্রক্রিয়াটিকে মজাদার এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

এ বিষয়ে ভারতের গণমাধ্যমে 'আইরিস' এআই শিক্ষকের বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি স্কুলে আসামের ঐতিহ্যবাহী 'মেখেলা চাদর' পড়ে এই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করছেন।

স্কুলের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এসময় হিমোগ্লোবিন কি? শরীরের বিভিন্ন গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিক্ষক। তিনি আরও জানান,

অনেক শিক্ষার্থী এসময় সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করেছে কিন্তু সেই শিক্ষক উদাহরণ এবং রেফারেন্সসহ এসকল প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন।

জানা গেছে, 'আইরিস'-এর একটি ভয়েস-নিয়ন্ত্রিত সহকারী রয়েছে যা এটিকে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

তিনি বলেন, 'আইরিস'-এর প্রবর্তন শিক্ষার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শেখার শৈলীর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

অনুবাদঃ NDTV থেকে আশিক উল বারাত